

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জুবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তম্বী আক্তার

রোলঃ ২১৬০২০০৬৬

১৬ই জুন, ২০২৪ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তত্ত্বী আক্তার, আইডিঃ ২১৬০২০০৬৬ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

এক্সটারনালঃ

জুবায়ের হাসান

নামঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ডিপার্টমেন্টঃ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জুবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তব্বী আক্তার

তারিখঃ

১৬ই জুন, ২০২৪ ইং

তব্বী আক্তার

রোলঃ ২১৬০২০০৬৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

▪ ভূমিকা	01
▪ রোজা ত্যাগকারীর শাস্তি	02-04
▪ রোজার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য	4-20
▪ রোজার অফুরন্ত ফজিলত ও সাওয়াব হাসিলের শর্ত	21-22
▪ রোজার শিক্ষা ও উপকারিতা	23-24
▪ রোজা যাদের উপর ফরজ	25
▪ রোজা যাদের উপর ফরজ নয়	25
▪ রোজার সুন্নাত আদব	25-26
▪ রোজার নিয়ত : সময় ও পদ্ধতি	27-30
▪ রোজার প্রকারভেদ	31-33
▪ রোজা সম্পর্কিত মাসআলা	33-38
▪ উপসংহার	38

রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

ভূমিকা: রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয। হিজরী দ্বিতীয় সনে রোজা ফরজ হয়। রোজা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(তরজমা) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(তরজমা) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।- সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،

وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرويته، فإن عم عليكم فأكملوا العدد.

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোযা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোযা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যিক বিধানরূপে রোযা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

রোজা ত্যাগকারীর শাস্তি : কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোযাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبيهم، مشققه أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم.

رواه الحاكم في المستدرک وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع (240)، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোযা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

রমযান মাসের একদিন রোযা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোযার পরিবর্তে আজীবন রোযা রাখলেও রমযানের এক রোযার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من افطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامه : وهذا الحديث موقوف لفظا ومرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোযা রাখলেও ঐ রোযার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من افطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোযা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোযার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস :

রোযার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে

আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لى وأنا اجزى به، والحسنة بعشر أمثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার ক্ষেত্রে মাগুলার সন্তুষ্টির বিষয়টি

একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُؤَقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওয়যী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش،

رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يردده غير الصائم،

رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمي في المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاکر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা. ২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، ثم أتيت الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে ততপারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا في الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابداً.

قال الترمذی : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে ‘রাইয়ান’। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله!

ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস -৩০৯)

৫. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.

وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শূয়াবুল ইমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শূয়াবুল ইমান, হাদীস-৩৫৭১

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعتك الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعتك النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم في المستدرک وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانی في الكبير، ورجال الطبرانی رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সন্তোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শূয়াবুল ইমান, হাদীস : ১৯৯৪

৭. রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

৮. রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل في اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

১০. রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقي ربه فرح بصومه، وفي رواية : اذا لقي الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬

১১. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাযীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৯

১২. রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتي لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذی : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،

وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

১৩. রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،

وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (ای ابن عباس)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৬৫২৩

১৪. আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩ : عن أبى أمامة الباهلى قال : قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له.

هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاکر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩

১৫. রমজান হলো কোরআন নাজিলের মাস

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا بَدَّلَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

রমযান মাস- যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য (আদ্যোপান্ত) হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে, তবে অন্য দিনে সে সমান সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না, এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।(সূরা ০২, বাকারা ১৮৫)

সিয়াম যেমন এ মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে এ মাসেই। ইতিপূর্বে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল সহ যাবতীয় সকল আসমানী কিতাব এ মাহে রমজানেই নাযিল হয়েছিল।

(সহিহ আল-জামে'-১/৩১৩)

জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন শুনাতেন এবং তাঁর কাছ থেকে তেলাওয়াত শুনাতেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শেষ রমজানে পূর্ণ কুরআন দুবার খতম করেছেন।

(মুসলিম)

১৬. রমজান মাসে জান্নাতের দরজা গুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়

“যখন রমজান আসে তখন জান্নাতের দরজা গুলো খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা গুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়”

(মুসলিম:১০৭৯)

আর এজন্যই এ মাসে মানুষ ধর্ম-কর্ম অনেক আমলের দিকে অধিক তৎপর হয় এবং মসজিদের মুসল্লিদের অধিকতার হয়।

১৭. কি মাসেই লাইলাতুল কদর

এক রাতের এবাদত ও বরাবর ১০০০ মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদতের চেয়েও বেশি সওয়াব হয় এই মাসে ঐ এক রজনীর ইবাদতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾ سَلَّمَ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾
সূরা ৯৭; রুদর ৩-৫) (৫) حتى مطلع الفجر

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

এ মাসে এমন একটি রাত হয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলত সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো।

(নাসায়ী:২১০৬)

১৮. সে একটি ওমরা করলে একটি হজ আদায়ের সোয়াব হয় এবং তা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ আদায়ের মর্যাদা রাখে।

ক. হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“রমজান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ আদায় করার সমতুল্য।”

(বুখারী:১৮৬৩)

খ. একজন মেয়েলোক এসে রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করল,

“কোন ইবাদতে আপনার সাথী হয়ে হজ করার সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়? কালকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, ‘রমজান মাসের ওমরা করা’।

(আবু দাউদ;১৯৯০)

রমজানের অফুরন্ত ফজিলত ও সওয়াব হাসিল করার শর্ত

১. শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য সিয়াম পালন করতে হবে। মনের মধ্যে লোক দেখানোর ইচ্ছা বা অপরকে শোনানোর কোন ক্ষুদ্র অনুভূতি থাকতে পারবে না।

২. সিয়াম পালন, সাহরি, ইফতার ও তারাবিসহ সকল ইবাদাত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত তরিকা মতো পালন করতে হবে।

৩. খাওয়া-দাওয়া ও যৌনাচার ত্যাগের মতো মিথ্যা, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ অশ্লীলতা, ধোঁকাবাজি ও ঝগড়া-বিবাদসহ সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। চোখ, কান, জিহ্বা ও হাত, পা সকল ইন্দ্রিয়কে অন্যায় কাজ থেকে হেফাজতে রাখতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মূর্খতা পরিহার করতে পারল না তার রোজা রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।’

(বুখারী: ১৯০৩)

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও চঁচামেচি করা থেকে বিরত থাকে। যদি তাকে গালি দেয় বা তার দিকে মার মুখি হয়ে আসে তবে সে যেন তাকে বলে “আমি রোজাদার।” (অর্থাৎ রোজা অবস্থায় আমি গালিগালাজ ও মারামারি করতে পারি না)

(মুসলিম: ১১৫১)

“এমন অনেক রোজা পালনকারী আছে যার রোজা থেকে প্রাপ্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। তেমনি কিছু সালাত আদায়কারী আছে যাদের সালাত কোন সালাতই হচ্ছে না। বন্ধু যেন রাত জাগছে।”

(আহমাদ:৮৮৪৩)

(অর্থাৎ সালাত আদায় ও সিয়াম পালন সুন্নত তরিকা মত না হওয়ার কারণে এবং মিথ্যা প্রতারণা ও পাপাচার দেখে ত্যাগ না করায় তাদের রোজা ও সালাত কোনটাই কবুল হচ্ছে না)

৪. ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায় বা ঈমান থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায় এমন কোন পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

রোজার শিক্ষা ও উপকারিতা

এর উপকারিতা বহুবিধ যার অংশবিশেষ নিম্ন তুলে ধরা হলো,

প্রথমত, মানসিক উপকারিতা

১. সিয়াম তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহর ভিরু হতে সহায়তা সহায়তা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

হে ঈমানদাররা! পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো তোমাদের উপর ও সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা: ০২, বাকারা ১৮৩)

২. শয়তানি শক্তি ও খুব প্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। শরীরের যে শিরা-উপশিরা দিয়ে শয়তান চলাচল করে সিয়ামের ফলে সেগুলো নিস্তেজ ও কর্মহীন হয়ে পড়ে।

৩. সিয়াম হল আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও ইবাদতের প্রশিক্ষণ।

৪. আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ ও হারাম বস্তু থেকে দূরে থাকার সহনশীলতার প্রশিক্ষণ দেয় এই সিয়াম।

৫. ঈমান দেয়ীকরণ ও বান্দার প্রতি আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারির অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। এজন্য রোজাদার লোকোচক্ষুর আড়ালে গোপনেও কোন কিছু খায় না।

৬. দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মোহ কমিয়ে সিয়াম পালনকারীকে আখিরাতমুখী হওয়ার দীক্ষা দেয় এবং ইবাদতের প্রতি তার ক্ষেত্র প্রসারিত করে দেয়।

৭. সিয়াম সাধনার ফলে বান্দা সদ গুণাবলী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে।

৮. সিয়ামে ক্ষুধার অনুভূতিতে অভাবী ও দরিদ্র জন্য গোষ্ঠীর দুরবস্থা অনুধাবন করতে শিখায়।

৯. সৃষ্ট জীবের সেবা করার দায়িত্ব স্বরণ করিয়ে দেয়।

১০. সিয়াম পালন আল্লাহর নৈকট অর্জনের সাহায্য করে।

১১. এ রমজান বান্দাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয়ত, দৈহিক উপকারিতা

১. সিয়াম মানবদেহের নতুন সূক্ষ্ম কোষ গঠন করে থাকে।

২. সিয়াম পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দিয়ে থাকে। ফলে এগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং তা আবারো সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৩. মোটা মানুষের স্থূলতা কমিয়ে আনতে সিয়াম সাহায্য করে।

৫. মাত্রা অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে এনে অনেক রোগবলাই থেকে হেফাজত করে।

৬. অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে ডাইবেটিস ও গ্যাস্ট্রিক রোগ নিরাময়ের ফলদায়ক ও এক প্রকার সহজ চিকিৎসা সিয়াম।

রোজা যাদের উপর ফরজ

১.প্রাপ্তবয়স্ক ২.সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ৩.মুকিম ও সামর্থ্যবান এমন সব গুণসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর সিয়াম পালন করা ফরজ।

যাদের ওপর রোজা ফরজ নয়

১০ প্রকার মানুষের উপর সিয়াম পালন ফরজ নয়। তারা হলো, ১.অমুসলিম ২.অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ নাবালেগ ৩.পাগল ৪.এমন বৃদ্ধ লোক যে ভালো মন্দ পার্থক্য করতে পারে না ৫.এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোজা রাখতে সামর্থ্য নয় বা এমন রোগী যার রোগ মুক্তির সম্ভাবনা নেই। এমন ব্যক্তিদের উপর ফিদিয়া দেওয়া ওয়াজিব। ৬.মুসাফির ৭.রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ৮.ঋতুমতি মহিলা ৯.গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী নারী ১০.দুর্ঘটনায় পতিত বা বিপদগ্রস্ত লোককে রক্ষাকারী ব্যক্তি।

রোজা অবস্থায় যা অবশ্য করণীয়

১, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত আদায় করা:কোন কোন ওজোর না থাকলে সালাত মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা।জামাতে সালাত আদায়কে ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন। যারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করেনা তারা সাতাশগুণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।উপরন্তু ফরজ ও এশার জামাত পরিত্যাগকারীকে হাদিসে মুনাফিকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্ধ ব্যক্তিকেও অনুমতি প্রদান করেননি।

২. মিথ্যা না বলা, কারণ মিথ্যা হল বড় ধরনের কবির গুনাহ।

৩. গীবত না করা,আর তা হল অসৎ খাতে কারো দোষ ত্রুটি বা সমালোচনা করা।

৪. চোগলখোরী না করা,একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে কিছু বলে ক্ষেপে তোলা ও ঝগড়া লাগিয়ে দেয়া।

৫. ধোঁকা না দেয়া,ক্রয় বিক্রয় ও অন্যান্য কাজে কাউকে প্রতারণা না করা।

৬. গান গান গাওয়া ও বাদ্যযন্ত্র বাজানো থেকে বিরত থাকা।

৭. সকল প্রকার হারাম কাজ-কর্ম পরিহার করা। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,"যখন তুমি রোজা রাখবে তখন যেন তোমার কণ্ঠ, চক্ষু এবং জিহবাও মিথ্যা ও হারাম কাজ থেকে রোজা রাখে। আর তুমি খাদেমকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকো। আত্মমর্যাদা ও প্রশান্ত ভাব যেন তোমার উপর বজায় থাকে।আর তোমার রোজার দিনটি যেন রোজা না রাখার দিনের সমান না হয়।"(ইবন আবী শাইবাহ:৮৮৮০)

৮. রোজা রাখা ও অন্যান্য ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য করা।

৯. তখন হুকুম আহকাম পালনের নুবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুসরণ করা।

১০. অন্তরে ভয় ও আশা পোষণ করা। অর্থাৎ কোন অজানা ভুলের জন্য রোজাটি ভেঙ্গে যায় কিনা এ ধরনের ভয় থাকা এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবো এ আশাও পোষণ করা। অন্তরকে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে রাখতে হবে।

রোজার সুনাত আদব

সিয়াম পালনের কিছু মুস্তাহাব বা সুনাত আদব আছে যেগুলো পালন করলে সওয়াব বেড়ে যাবে আর তা ছেড়ে দিলে রোজা ভঙ্গ হবে না বা গুনাহও হবে না। তবে পুণ্যে ঘাটতি হবে। কিন্তু তা আদায় করলে সওয়াবের পরিপূর্ণতা আসে। নিম্নে এসব আদব উল্লেখ করা হলো:

১. সাহরি খাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সাহরি খাও কারণ সাহরিতে বরকত রয়েছে।” (বুখারী: ১৯২৩)

আমাদের (মুসলিমদের) ইয়াহুদী-নাছারাদের সিয়াম এর মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া। (মুসলিম: ১০৯৬) অর্থাৎ আমরা সিয়াম পালন করি সাহরী খেয়ে আর ইয়াহুদী নাসারারা রোজা রেখে সাহরি না খেয়ে।

“মুমিনের সাহরীতে উত্তম খাবার হল খেজুর”। (আবু দাউদ ২৩৪৫)

(রোজাদারদের জন্য) সেহরি হল একটি বরকতময় খাবার। তাই কখনো সাহরী খাওয়া বাদ দিও না। এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী খেয়ে নাও। কেননা সাহরীর খাবার গ্রহণকারীকে আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতারা স্মরণ করে থাকেন। (আহামদ-৩/১২)

২. সাহরী দেরি করে খাওয়া অর্থাৎ তার শেষ ওয়াক্তে খাওয়া উত্তম। রাতের শেষ অংশগ্রহণকৃত খাবারকে সাহরী বলা হয়।

৩. সেহরির সময়কে ইবাদাতের কাজে লাগানো। প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরশ থেকে প্রথম আসমানে নেমে আসেন আর বান্দাদের এই বলে আহ্বান করেন, “এখন যে ব্যক্তি আমার কাছে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব। যা কিছু আমার কাছে এখন চাইবে আমি তা তাকে তা দিব এবং যে আমার কাছে এখন মাফ চাইবে আমি তাকে মাফ করে দিব।” (বুখারী: ৬৩২১)

অতএব তখন কোরআন অধ্যয়ন, তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদের সালাত আদায়, তাওবা-ইস্তেগফার ও দোয়া কবুলের জন্য এক উত্তম সময়।

৪. সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্র ইফতার করা। তাড়াতাড়ি ইফতার করা অধিক সাবধানতার নামে ইফতার বিলম্ব না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষ যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে।” (বুখারী : ১৯৫৭)

৫. খেজুর বা পানি দ্বারা ইফতার করা। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের সালাতের পূর্বে তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাদের খেজুর পাওয়া না যেত তবে শুকনো খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। আর যদি শুকনো খেজুর পাওয়া না যেত তাহলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।” (৩/১৬৪)

তবে পেট ভর্তি করে খাওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। যে ব্যক্তি পেট ভর্তি করে খানা খায় তার ওই পেট আল্লাহর কাছে একটি নিকৃষ্ট পাত্র। (তিরমিযি: ২৩৮০)

৬. ইফতারের সময় দোয়া করা এই মুহূর্তটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইফতারের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এই মুক্তিদানের পালা রমজানের প্রতি রাতে চলতে থাকে। সে সময় সিয়াম পালনকারী প্রত্যেক বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। (আহমাদ)

৭. বেশি কোরআন পাঠ করার সালাত আদায় করা জিকির ও দোয়া করা। রমজান যেহেতু কুরআন নাযিলের মাস সেহেতু এই মাসে কোরআন তেলাওয়াত অন্য সময়ের চেয়ে বেশি করা উচিত। রাসূলুল্লাহ(স) বলেছেন,

“সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, সিয়াম বলবে, হে রব, দিনের বেলায় আমি তাকে পানাহার ও

যৌন উপভোগ থেকে বিরত রেখেছি।তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করো। কুরআনও বলবে রাতে কোরআন পাঠের কারণে রাতের নিদ্রা থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি।তাই এই পাঠকের ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর।”(আহমাদ:৬৫৮৯)

৮. ইবাদতের তাওফিক কামনা ও আল্লাহর দয়া অনুধাবন করা। আমরা যে ইবাদত করি তাও আল্লাহর দয়া। তিনি যে এই কাজে আমাদেরকে তাওফিক দিয়েছেন সেজন্য আমরা শুকরিয়া আদায় করি।অনেকের ভালো কাজও আবার কবুল হয় না।আল্লাহ বলেন,

“কেবলমাত্র মুত্তাকীদের কাজেই আল্লাহ কবুল করেন”(মায়িদাহ:২৭)

ভয় ও আশা নিয়ে যেন আমরা ইবাদত করি।গর্ব,অহংকার ও হিংসা বান্দার ইবাদাতকে নষ্ট করে দেয় এবং কুফরি ও শিরক করলে তার কোন নেকই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না বরং ইবাদাতসমূহ ধ্বংস ও বাতিল হয়ে যায়।

৯. ইয়াতিম বিধবা ও গরিব মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা। তাদেরকে যাকাত ফিতরা ও সাদিকা দেওয়া। হাদিসে এসেছে,

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমজানে তার এই দানশীলতা আরো বেড়ে যেত।”(বুখারী ৪৯৯৭)

১০. উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা। রমজান ধৈর্য ধারণের মাস। আর সিয়াম হলো এ কার্য প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউট।কাজেই এ সময় আমাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠনের অনুশীলন করতে হবে।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রোজা রাখে,সে যেন তখন অশ্লীল কাজ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে।রোজা রাখা অবস্থায় কেউ যদি তার সাথে গালাগালি ও মারামারি করতে আসে সে যেন বলে আমি রোজাদার ।”(মুসলিম: ১১৫১)

১১. অপচয় ও অযথা খরচ থেকে বিরত থাকা।

১২. রুটিন করে সময়টাকে কাজে লাগানো। অহেতুক কথাবার্তা, আড্ডাবাজিগল্প-গুজব, বেহুদা তর্ক বিতর্ক পরিহার করা। রুটিন করে পরিকল্পনা ভিত্তিক কাজ করা। এতে জীবন অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

১৩. দুনিয়াবী ব্যস্ততা কমিয়ে দেয়া। রমজানের এ বরকতময় মাসে অর্থ উপার্জন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততা কমিয়ে দিয়ে আখিরাতের মুনাফার জন্য অধিকতর বেশি সময় দেয়া আবশ্যিক। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর আখিরাতের জীবন সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী”। (সূরা ‘আল:১৭)

১৪. খাওয়া ও নিদ্রায় ভারসাম্য রক্ষা করা। কেউ কেউ এত বেশি খাবার খায় যে নাস্তা ও দুপুরের খাবার শুধু ইফতারের এক বেলায়ই পুষিয়ে নেয়। আবার তারাবিহ ও সাহরীর ওয়াক্তের দ্বিগুন দিনের বেলায় ঘুমিয়ে তা কাষা করে। এভাবে চললে খাবার ও ঘুমের কোরবানি হলো কিভাবে? তাই এ বিষয়ে রোজাদারকে ত্যাগ তিতিক্ষা করতে হবে এবং এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে সিয়াম পালন করতে হবে।

১৫. ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে রোজার নিয়ত করা।

১৬. আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

রোজার নিয়ত : সময় ও পদ্ধতি

নিয়ত হল মনের ইচ্ছা সম্পর্ক বা প্রতিজ্ঞা করা।এটা অন্তরের কাজ।মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। জিহ্বার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন কাজের প্রারম্ভে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাপোষণ করা হয় এটাকে নিয়ত বলা হয়।রোজার জন্য নিয়ত করা ফরজ। যে ব্যক্তি সিয়াম পালনের জন্য সেহরি খেল এ সাহরী প্রমাণ করে যে এটা তার শুধুমাত্র সিয়াম পালনের জন্যই থাওয়া হয়েছে।প্রতিদিনই নিয়ত করার মুস্তাহাব বা সুন্নত। ফজর উদয় হওয়ার আগেই অর্থাৎ রাতের মধ্যে নিয়ত করে ফেলতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“যে ব্যক্তি ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে সিয়াম পালনের নিয়ত করলো তার সিয়াম শুদ্ধ হলো না।”(আবু দাউদ:২৪৫৪)।

রোজার প্রকারভেদ

রোজা চার প্রকার। ১.ফরজ ২.নফল ৩.মাকরুহ ৪.হারাম।

প্রথমত,ফরজ সিয়াম

ক.রমজান মাসের সিয়াম

খ.কাজা সিয়াম

গ.কাফফারা সিয়াম

ঘ.মান্নত সিয়াম

দ্বিতীয়তঃ নফল সিয়াম

ক.শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম

খ.যিলহজ্জ মাসে প্রথম দশকের সিয়াম

গ.আরাফার দিনের সিয়াম।

ঘ.মুহাররম মাসের সিয়াম

ঙ.আশুরার সিয়াম

চ.প্রতিচন্দ্র মাসের ১৩-১৪-১৫ এ তিন দিনের সিয়াম

ছ.সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম

জ.শাবান মাসের সিয়াম

ঝ.দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিয়াম

ঞ.বিবাহ অসামর্থ ব্যক্তিদের সিয়াম

তৃতীয়তঃ মাকরুহ সিয়াম

ক.হজ পালনরত অবস্থায় আরাফার দিনের সিয়াম

খ.বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন

গ.পানাহার বিহীন সিয়াম

ঘ.কেবলমাত্র জুমার দিনে সিয়াম

ঙ.কেবলমাত্র শনিবারে সিয়াম

চতুর্থত: হারাম সিয়াম

ক.দু'ঈদের দিন এবং কুরবানির ঈদের পরবর্তী তিনদিন

খ.সন্দেহপূর্ণ দিনের(৩০শাবান)সিয়াম

গ.স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল সিয়াম

ঘ.মহিলাদের হায়েজ নিফাসকালীন সময়ের সিয়াম

ঙ.গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সিয়াম।

রোজা সম্পর্কিত মাসাআলা:

যেসব কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়-

১. ইচ্ছা পূর্বক পানাহার ও ধূমপান করা

২. স্বেচ্ছায় বমি করা

৩. স্বামী স্ত্রীর মিলন

৪. বৈধ অবৈধ যে কোন প্রকার যৌন ক্রিয়া ।

৫. পানাহারের বিকল্প কিছু গ্রহণ । যেমন ইনজেকশন বা রক্ত গ্রহণ করা। আর তা এমন ইনজেকশন যার মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করা হয়।

৬. মাসিক স্রাব ও প্রসব উত্তর স্রাব।

বিবিধ:

-কেউ যদি ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

- অজু গোসলের সময় ও অসাবধানতা বসত হঠাৎ করে কিছু পানি গলায় ঢুকে গেলে বা জোরপূর্বক খাওয়ানো হলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

-সিয়াম অবস্থায় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে সেই সিয়াম কাজা করতে হবে না।

-কেউ যদি ভুলক্রমে ফজরের ওয়াক্ত হয়নি মনে করে ফজর শুরু হওয়ার পর পানাহার করল,এমন এভাবে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে অস্ত্র যাওয়ার আগে ইফতার করে ফেলল।এর ফলে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

- সিয়াম অবস্থায় ভুলে পানাহার শুরু করে দিলে এমন সময় হঠাৎ স্মরণ হলে, মনে হওয়া মাত্র মুখের বাকি খানা বা পানিও ফেলে দিবে।তার যতটুকু ভুলে খাওয়া হয়ে গেছে সেজন্য সিয়াম ভঙ্গ হবে না।তবে এ দৃশ্য যে দেখবে তার উপর ফরজ হলো সিয়াম পালনকারীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

-নাক দিয়ে রক্ত পড়লে কিংবা দাঁত উঠালে অথবা আহত হয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে এতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না। কোন ক্ষতিও হবে না।

-কোন সিয়াম পালনকারী তার সিয়াম ভঙ্গ করার নিয়ত করেছে কিন্তু সে তখনও খানাপিনা খায়নি,সেক্ষেত্রে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ সিয়ামের জন্য নিয়ত ফরজ।আর এ ফরজ তার তরফ হয়ে গেছে,কাজেই রোজা তার ভেঙ্গে গেছে।খাবার বা পানিও গ্রহণ করা ছাড়াই।

-রোগের কারণে যদি স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলে ডাক্তার যদি বলে যে রোজা রাখার কারণে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বা রোগীর ক্ষতি হতে পারে বা সুস্থতা বিলম্বিত হতে পারে তবে রোজা ভাঙা যাবে।

-কোন সুস্থ ব্যক্তি দিনের বেলায় কোন অংশে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিনের বাকি অংশ সিয়াম ভঙ্গ করে ফেলবে এবং পরে তা কাজা করে নেবে।

-ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে এবং জীবন নেশার আশঙ্কা করে এমন অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা যাবে এবং পরে এটা কাজা করতে হবে।

-কোন রোগী সুস্থ হওয়ার পর কাজা আদায় করার আগেই যদি মৃত্যুবরণ করে,তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে প্রতি একদিনের রোজার বদলে একজন

মিসকিনকে একবেলা খানা খাওয়াতে হবে। অথবা তার কোন আত্মীয় যদি তার পক্ষ থেকে কাজা আদায় করে তবে মাইয়্যাতের জন্য তা আদায় হয়ে যাবে।

-সফরে থাকা অবস্থায় সিয়াম ভঙ্গ করা যায়, এ নিয়তে রোজার মাসে সফরে বের হয়ে রোজা ভঙ্গ করা হারাম।।

যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয়ে যায়

মাকরুহ শব্দের অর্থ অপছন্দনীয়। আর সাওমের মাকরুহ হলো সিয়াম পালন অবস্থায় যেসব কাজ করা অপছন্দনীয়। এ জাতীয় কাজ সিয়াম ভঙ্গ করে না। কিন্তু এসব চর্চা করা কখনো কখনো সিয়ামের বিনষ্টের কাছাকাছি নিয়ে যায়। এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা উচিত। সিয়াম অবস্থায় নিম্ন বর্ণিত যেকোনো কাজ করলে সিয়াম মাকরুহ হয়ে যাবে:

-ওযুর সময় গড়গড়া করে কুলি করা। জোর দিয়ে নাকে পানি টানা এতে গলা বা নাক দিয়ে ভিতরে পানি প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

-বিনা প্রয়োজনে খাদ্যের স্বাদ দেখা। তবে প্রয়োজন হলে দেখতে পারে।

-থুতু কফ মুখে জড়িয়ে গিলে ফেলা। অল্প অল্প থুথু গিলে ফেললে কোন অসুবিধা নেই।

-যৌন অনুভূতি নিয়ে স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা, বারবার তার দিকে তাকানো, বারবার কল্পনা করা। কারণ এসব কার্যক্রমে বীর্যপাত ঘটা বা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

রোজা অবস্থায় যেসব কাজ মুবাহ অর্থাৎ বৈধ

-শুধুমাত্র রোগ আরোগ্যের জন্য যে ইনজেকশন দেয়া হয়।

-কুলি করা নাকে পানি দেয়া।তবে গড়গড়া করবে না, নাকে খুব ভিতরে পানি টান দিয়ে নেবে না।

-মিসওয়াক করা টুথপেস্ট ব্যবহার করতে পারবে। তবে গলার ভিতর যাতে না ঢুকে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

-গরম থেকে বাঁচার জন্য মাথায় শীতল পানি দেয়া,গোসল করার ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখা।

-জিহ্বা দিয়ে খাদ্য বা তরিতরকারির স্বাদ দেখা।

-সুরমা ব্যবহার,চোখে বা কানে ওষুধ ব্যবহার।

-স্ত্রী কে স্পর্শ করা।

-রাত্রিবেলায় স্ত্রী সহবাস করা।

-কোন কিছুর ঘ্রাণ নেয়া।তবে ধূমপান আগরবাতি ও চন্দন কাঠের ধুয়া বা ধূপ গ্রহণ করবে না।

-শিঙ্গা লাগানো।

সিয়ামের কাজা ও কাফরার বিধান

অনিচ্ছাকৃত বা ওজর বসত ছুটে যাওয়ার সাওমের বদলে কাজা আর উজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়া সাওমের বদলে কাফফারা দিতে হয়। কাজা হলে সমপরিমাণ সাওম আদায় করতে হয়। আর কাফফারা হলে সাওম না রাখার কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। কাফফারা তিন ধরনের ১. গোলাম আজাদ করা। আর তা সম্ভব না হলে, ২. একাধারে সাতটি রোজা রাখা, আর সেটিও সম্ভব না হলে ৩. ৬০জন মিসকিনকে এক বেলা খাবার খাওয়ানো।

উপসংহার

ত্বাকওয়া অর্জনের এ মূবারক মাসে মুমিনদের ওপর অর্পিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সৃষ্টি হয়েছে পুণ্য অর্জনের বিশাল সুযোগ এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মহান চরিত্র অর্জনের সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এ অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আজ সারা বিশ্বের মুসলিমদের উচিত চারিত্রিক অধঃপতন থেকে নিজেদের রক্ষা করা, নেতিয়ে পড়া চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সকল প্রকার অনাহূত শক্তির বলয় থেকে মুক্ত হয়ে হক প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করা, যাতে তারা রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে এবং কুরআন নাজিলের এ মাসে কুরআনের মর্ম অনুধাবন করতে পারে, তা থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে একেই অনুসরণের একমাত্র মত ও পথ রূপে গ্রহণ করতে পারে। রমাদান আমাদের জীবনে বয়ে আনতে পারে অপরিসীম কল্যাণ। রমাদানের উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে পারলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর, পূত-পবিত্র ও মহিমান্বিত। পবিত্র মাহে রমযানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সর্বজনীন-কল্যাণের শাস্বত চেতনায় সকল অকল্যাণ। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানবতাকে বিজয়ী করার পথে আমাদের এগিয়ে দিক। রমজানের শিক্ষার আলোকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে। রমজানের এক মাসের রোজার দ্বারা এই শিক্ষা পাওয়া যায় ধনী ব্যক্তির বুঝতে পারে উপবাস থাকলে কি কষ্ট হয়, সারা বছর যারা অনাহারে অর্ধাহারে থাকে কি পরিমাণ তারা কষ্ট করে তা অনুধাবন করা যায়। আর তাদের প্রতি অনুগ্রহের হাত প্রসারিত করা যায়। গরিব-দুঃখীরা না খেয়ে থেকে কী অবর্ণনীয় কষ্ট করে তা উপলব্ধি করতে পারলে সমাজে শান্তি আনয়ন সম্ভব হয়।

আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রমজানে রোজা রাখবো এবং সমস্ত ইবাদাত করবো। আল্লাহ আমাদের পবিত্র রমজানের শিক্ষা যথাযথ নেওয়ার তৌফিক দিন। আল্লাহ আমাদের সকল আমল কবুল করুন।